১৭ জানুয়ারি ১৯৯৬ সংখ্যার সঙ্গে বিনামূল্যে

আনন্দমেলা

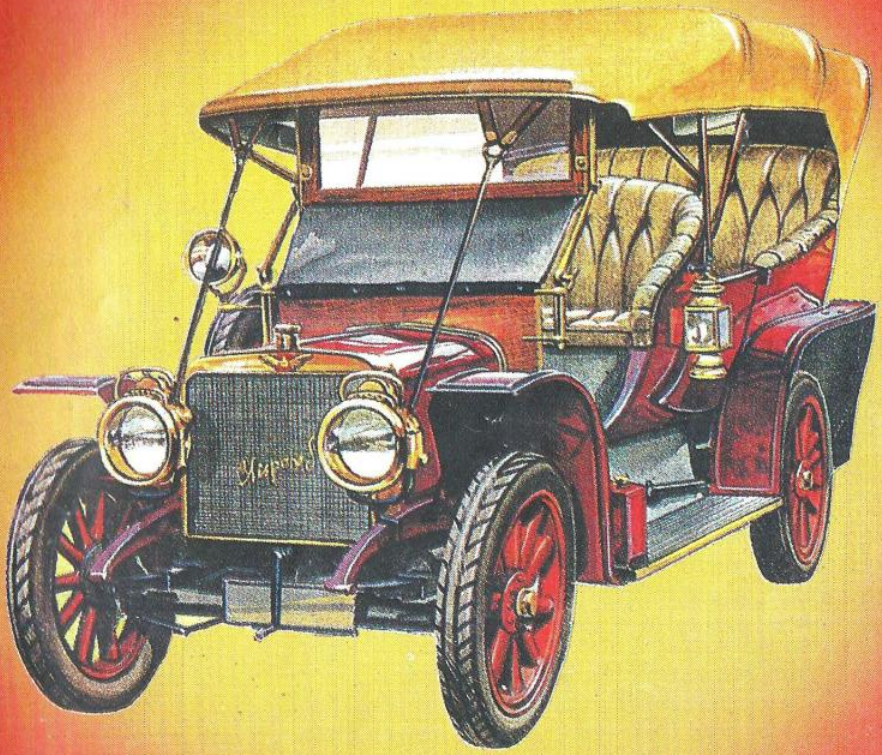

মোটরগাড়ি

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - উল্লেরিন

স্ক্যান করেছেন - উল্লেরিন

এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা নিজে স্ক্যান করতে চান কিংবা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com
optifmcybertron@gmail.com

Any engine oil can move a car. It takes **SERVO**® to move the nation.

When a company develops over 400 different lubricants and greases, it doesn't merely remain an oil company. It becomes the driving force behind a nation.

Today, one out of every two vehicles in India runs on ***SERVO*** lubricants. But ***SERVO***'s advanced technology goes way beyond cars, motorcycles, scooters, vans, jeeps, trucks, buses and tractors. What goes into your car is actually the lubricating force behind the world's largest rail network. The brand that gives savage power to your bike also keeps India's sophsticated army tanks fighting fit. ***SERVO*** virtually moves the wheels of Indian industry.

With over 400 different grades of lubricants and greases and 6,000 petrol stations across the country, Indianoil is at the heart of India's progress. Yes, it's one thing moving just cars and scooters. And quite another, moving an 850-million strong nation.

SERVO FROM INDIANOIL.
INDIA'S LARGEST-SELLING LUBRICANT

INDIANOIL

इंडियनऑयल

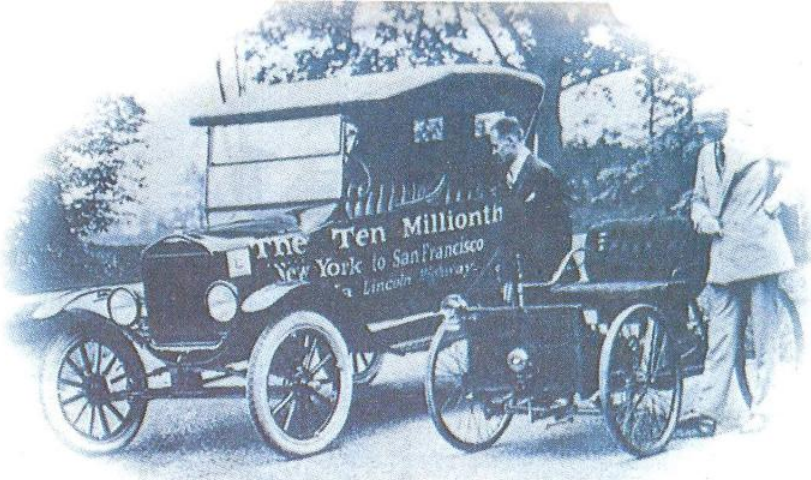

মোটরগাড়ি এল কীভাবে ? সাধারণত আঠারো শতকের টমাস নিউকোমেন এবং জেম্‌স ওয়াট-এর বাষ্পচালিত 'এঞ্জিন'-এর আবিষ্কারকেই যন্ত্রচালিত গাড়ির সূচনাকাল বলে ধরে নেওয়া হয়। অবশ্য মোটরগাড়ি প্রথম তৈরি করেন ফার্দিনান্দ ভারবিয়েস্ট নামে একজন জেসুইট ভদ্রলোক। ১৬৭০ সালের সেই মোটরগাড়ি চালানো হয়েছিল একটি বাষ্পচালিত টারবাইনের সাহায্যে। ১৭৬৯ সালে নিকোলাস জোসেফ কাগ্‌নট নামে এক ফরাসি সামরিক অফিসার তৈরি করেন একটি বাষ্পচালিত গাড়ি। ঘণ্টায় আড়াই মাইল গতিতে কিছু দূর গিয়েই উলটে যায় গাড়িটি। মোটরগাড়ির ইতিহাসে প্রথম দুর্ঘটনার নজিরও হয়তো সেটিই। এর বছর-দুয়েক পরে আরও একটি গাড়ি তৈরি করেছিলেন তিনি, কিন্তু সেটি শেষপর্যন্ত চলেইনি। বাষ্পচালিত এঞ্জিন নিয়ে সত্যিকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয় আঠারো শতকে। টমাস নিউকোমেন ও জেম্‌স ওয়াটের এঞ্জিন অবশ্য গাড়ি চালানোর কাজে ব্যবহৃত হয়নি। ১৮০১ সালে ইংল্যান্ডের রিচার্ড ট্রেভিথিক তৈরি করেন যাত্রী পরিবহণের উপযোগী বাষ্পচালিত মোটরগাড়ি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অলিভার ইভান্স এর কয়েক বছর পরেই তৈরি করেন আর-একটি গাড়ি। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে আধুনিক মোটরগাড়ির বয়স দাঁড়ায় ১৯৫ বছর। মোটরগাড়ি আবিষ্কারের অল্পদিনের মধ্যেই যাত্রী পরিবহণের কাজে এর নিয়মিত ব্যবহার শুরু হয়ে যায়। ১৮৪০ সালের মধ্যেই গোল্ডসওয়ার্দি গার্নি, ওয়াল্টার হ্যানকক, ট্রেভিথিক ও অন্য কয়েকটি গাড়ি একসঙ্গে ১২ থেকে ১৬ জন যাত্রী নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে ফেলে। ১৮৬০ সালে জাঁ জোসেফ এতিয়েঁ লেনয়াঁ নামে এক ফরাসি প্রযুক্তিবিদ তৈরি করেন নতুন ধরনের 'ইন্টারনাল-কম্‌বাশ্চন' এঞ্জিন। ১৮৭২ সালে এই নতুন প্রযুক্তির একটি এঞ্জিনের 'পেটেন্ট' নেন মার্কিন বিজ্ঞানী জর্জ ব্রেটন। লেনয়াঁ ও ব্রেটনের উদ্ভাবিত এঞ্জিন দুটি ছিল 'টু-স্ট্রোক' এঞ্জিন। তার চার বছর পর জার্মানির নিকোলাস এ. ওটো তৈরি করেন 'ফোর-স্ট্রোক' এঞ্জিন। ওটো-র

SERVO® ADDS LIFE.

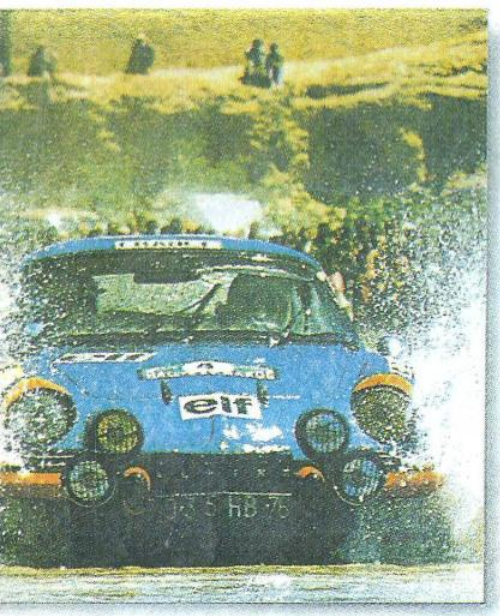

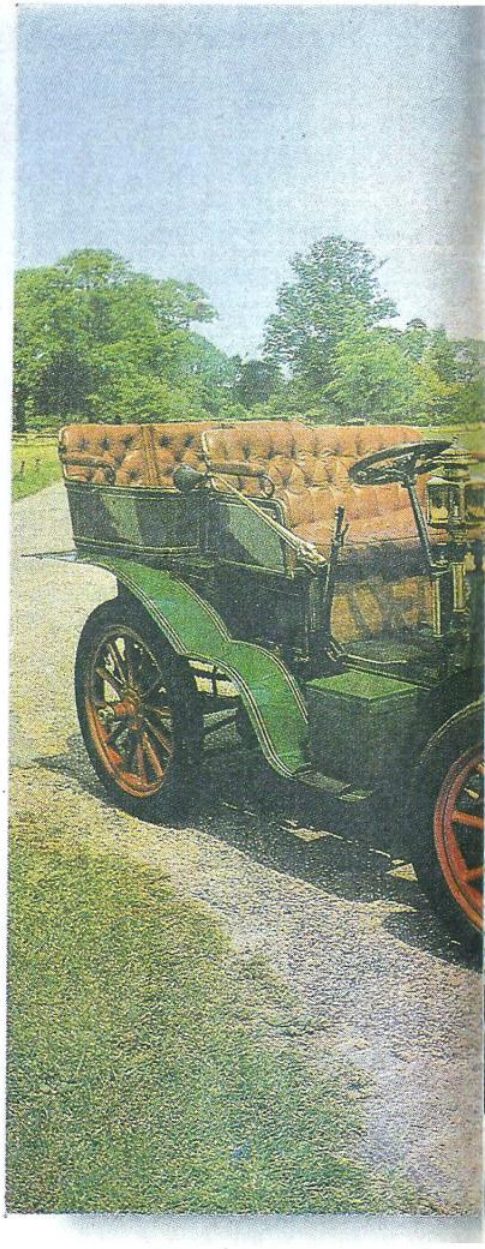

প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কার্ল বেন্জ এবং গোতলিয়েব ডেইমলার মোটরগাড়ি তৈরি শুরু করে দেন। জার্মানির 'ডেইমলার-বেন্জ' কোম্পানির দেখানো পথ অনুসরণ করে ফ্রান্সে মোটরগাড়ি তৈরি শুরু করে 'প্যানহার্ড অ্যান্ড লেভাসর'। আমেরিকায় প্রথম মোটর কারখানা চালু করে চার্ল্স ই এবং জে. ফ্র্যাঙ্ক দুরিয়া। আমেরিকার প্রথম 'অটোমোবিল' প্রতিযোগিতায় দারুণ উৎসাহব্যঞ্জক ফল করে দুরিয়া-র গাড়ি। এর পরেও গ্যাসোলিন-চালিত ইন্টারনাল কম্বাশ্চন এঞ্জিন নিয়ে নানা গবেষণা চলতে থাকে। এঞ্জিনের যন্ত্রাংশ তৈরি করে হেনরি এম. লেল্যান্ড-এর 'ক্যাডিলাক' কোম্পানি। ১৯১৪ সালে 'ফোর্ড' কোম্পানি চালু করে তার বিখ্যাত 'অ্যাসেম্ব্লি-লাইন টেকনিক'। কয়েকদিনের মধ্যেই ফোর্ডের 'মডেল টি' জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে আসে। দামে শস্তা এই গাড়িটি পৌঁছে গেল মধ্যবিত্ত মানুষদের কাছেও। যাত্রী পরিবহণের পাশাপাশি 'স্পোর্ট্স কার' ও 'রেসিং কার' তৈরি নিয়েও চলছিল গবেষণা। হালকা, মজবুত

ইন্ডিয়ন অয়েল

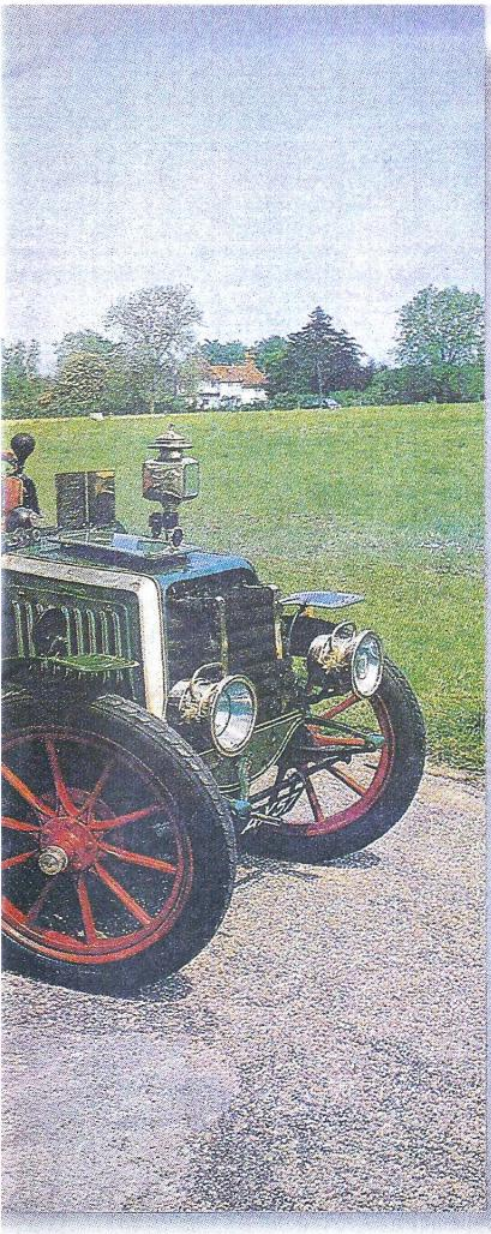

কাঠামো ও শক্তিশালী এঞ্জিন ব্যবহার করে লম্বাটে গড়নের 'স্ট্রিমলাইন্ড' গাড়ি তৈরির ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছিল বেশ কয়েকটি কোম্পানি। সেই গবেষণারই ফসল এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মার্সিডিজ, হিস্পানো-সুইজা, বেন্টলে প্রভৃতি নামকরা সব স্পোর্ট্স কার।

স্পোর্ট্স কার, না রেসিং কার

কাকে বলে 'স্পোর্ট্স কার'? 'রেসিং কার'ই বা কোনগুলো? ঠিক কী-কী তফাত আছে স্পোর্ট্স কারের সঙ্গে রেসিং কারের? সাধারণ মোটরগাড়ি, যাকে এককথায় বলা হয় 'ট্রান্সপোর্ট কার', তার সঙ্গেই বা এদের পার্থক্য কী? টিভিতে ও ফিল্মে 'কার র‍্যালি' ও 'কার রেসিং' হামেশাই দেখতে পাওয়া গেলেও অনেকেই কিন্তু জানেন না এসব প্রশ্নের ঠিকঠাক উত্তর। অবশ্য উত্তর দেওয়া খুব সহজও নয় এসব প্রশ্নের। যেমন, অনেকে বলেন, স্পোর্ট্স কার বলতে বোঝায় 'হুড'-খোলা (গাড়ি তৈরির পরিভাষায় একে বলে 'ওপেন-ককপিটেড') দুই আসনবিশিষ্ট গাড়ি, যেগুলো সোজা রাস্তায় ও এবড়োখেবড়ো আঁকাবাঁকা পথে সমান তালে ছুটতে পারে। কিন্তু এই উত্তর অংশত ঠিক। গত ১০০ বছরে এমন অনেক গাড়ি তৈরি হয়েছে, যেগুলো হুড-খোলাও নয় এবং যাদের আসনসংখ্যাও দুইয়ের বেশি, কিন্তু গতিতে তারা হারিয়ে দিয়েছে বহু নামকরা স্পোর্ট্স কারকে। 'সিত্রোঁ-মাসেরাতি এস. এম' কিংবা 'রোল্স-রয়েস কর্নিশে'র কথাই ধরা যাক। 'বডি' বা 'এঞ্জিন'-এর বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে আদপেই স্পোর্ট্স কার না হলেও, এদের অনায়াসেই 'হাই পারফরম্যান্স কার' আখ্যা দেওয়া চলে। আবার উলটো দিকে, ১৯০৩ সালের ৬০ অশ্বশক্তির 'মার্সিডিজ' চেহারায় ও চরিত্রে রেসিং কারের কাছাকাছি হলেও অনায়াসেই ঢুকে পড়তে পারে বিশ্বের এক সময়ের সেরা স্পোর্ট্স কারের দলে। তা হলে? ঠিক কোন কোন বৈশিষ্ট্য

SERVO®
INDIA'S LARGEST SELLING LUBRICANTS.

দেখে চিনতে পারা যাবে এদের ? সত্যি বলতে কী, স্পোর্টস কার আর রেসিং কার যেদিন থেকে চালু হয়েছে, এই বিতর্কও শুরু হয়েছে সেদিন থেকেই। সাধারণভাবে স্পোর্টস কার বলতে অবশ্য বোঝানো হয় হুল-খোলা দুই আসনবিশিষ্ট গাড়িকেই, যেগুলো দেখতে ছিমছাম, ওজনে হালকা আর লম্বাটে গড়নের। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এরকম চেহারার গাড়ি প্রথম চালু হয়। 'এম জি মিজেট', 'ম্যাগনেট' প্রভৃতি গাড়ির মডেল এতটাই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, এম জি টি-সিরিজের 'টি সি', 'টি ডি', 'টি এফ' গাড়িগুলোও তৈরি হয় মিজেটের আদলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে 'হারকোমার ট্রায়াল' ও 'প্রিন্স হেনরি ট্রায়াল' নামে দুটি কার-র‍্যালির আয়োজন হয়েছিল জার্মানিতে। যতদূর জানা গেছে, সে-দুটিই ছিল সবচেয়ে পুরনো র‍্যালি। তারপর থেকেই স্পোর্টস কারের চাহিদা ও জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। ইউরোপ ও আমেরিকায় 'ভিন্টেজ' গাড়ির বাজার অবশ্য জমে ওঠে বিশ্বযুদ্ধের পর। একের পর এক বাজারে আসতে থাকে 'অ্যামিলকার', 'স্যামসন', 'বুগাত্তি', 'ল্যান্সিয়া' প্রভৃতি নামকরা স্পোর্টস কার। এস. এস. সিরিজের 'মার্সিডিজ-বেন্জ', 'ভক্সহল' ও 'বেন্টলে'ও বাজারে আসে তৃতীয় দশকের মধ্যেই।

ইন্ডিয়ন অয়িল

ছিল হালকা, 'স্টিয়ারিং' ছিল স্বচ্ছন্দ, 'ব্রেক' ও 'সাসপেনশন' ব্যবস্থাও ছিল উন্নত মানের। তৃতীয় দশকেই চালু হয় তিনটি বিখ্যাত প্রতিযোগিতা—ফ্রান্সের 'লে মান্স', ইতালির 'মিল্লে মিগলিয়া' এবং ইংল্যান্ডের 'আর এ সি ট্যুরিস্ট ট্রোফি'। 'আলফা রোমিও', 'ট্যালবট', 'ডেলাহায়ে' প্রভৃতি বিখ্যাত স্পোর্টস কারের জনপ্রিয়তাও বেড়ে

ওঠে এই সময়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ক্রমে আরও বেড়ে যায় স্পোর্টস কারের চাহিদা। ইংল্যান্ডের 'এম জি টি সিরিজ', 'ট্রায়াম্ফ', 'অস্টিন-হিলি', 'জাগুয়ার', 'অ্যালার্ড', 'অ্যাস্টন-মার্টিন' প্রভৃতি গাড়িতে ছেয়ে যায় ইউরোপের বাজার। ইতালির 'ফেরারি', আমেরিকার 'শেভরলে কর্‌ভেট' ও 'মাসটাং'-এর চাহিদাও ক্রমেই বাড়তে থাকে।

এরা প্রায় প্রত্যেকেই ছিল 'ট্রায়াল-উইনার', অর্থাৎ কোনও না কোনও প্রতিযোগিতায় জিতে আসা গাড়ি। জনপ্রিয়তায় পিছিয়ে ছিল না 'হিস্‌পানো-সুইজা লিমুজিন'ও। এদের প্রত্যেকেই

SERVO®
INDIA'S LARGEST SELLING ENGINE OILS.

সাবেককালের মোটরগাড়ি

এখন দেশ-বিদেশের প্রযুক্তিবিদরা গবেষণা করছেন ইন্টারনাল কম্‌বাশ্চন এঞ্জিনের উন্নততর বিকল্প কী হতে পারে, তা নিয়ে। অথচ, ভাবলেও অবাক লাগে, এমন একটা সময় ছিল, যখন গাড়িতে ইন্টারনাল কম্‌বাশ্চন এঞ্জিনের ব্যবহার ছিল মস্ত বড় একটা খবর। বাষ্পচালিত এঞ্জিনের পরিবর্তে ইন্টারনাল কম্‌বাশ্চন এঞ্জিনের ব্যবহার শুরু হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মোটরগাড়ির ইতিহাসে একটা নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে যায়। মোটরগাড়ির ইতিহাসে যে চারটি দেশের নাম সকলের আগে করতে হয়, সেই জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও আমেরিকাতেও এই শতকের গোড়ায় ইন্টারনাল কম্‌বাশ্চন এঞ্জিন ছিল বিজ্ঞানের আশ্চর্যতম আবিষ্কার। ইন্টারনাল কম্‌বাশ্চন এঞ্জিনের ব্যবহার অবশ্য প্রথম শুরু হয় জার্মানিতে। 'বেন্‌জ ভেলো' মডেলের গাড়িতেই প্রথম লাগানো হয় এই এঞ্জিন। অবশ্য নতুন এই প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার শুরু হয় মার্সিডিজ গাড়িতে, ১৯০১ সাল থেকে। ১৯০৫ সালে গোতলিয়েব ডেইমলার ও কার্ল বেন্‌জ ব্যু দ্য রোশা-র প্রযুক্তিকে অনুসরণ করে মোটরগাড়ির এঞ্জিনকে আরও আধুনিক চেহারা দিলেন। এমনকী গত শতকের শেষের দিকেও সাধারণ মানুষ মোটরগাড়ি বলতে বুঝত ঘোড়ার গাড়ির পেছন দিকে এঞ্জিন জুড়ে দিয়ে বানানো গাড়ি।

আজকের মানুষের চোখে গোটা ব্যাপারটা রীতিমত হাস্যকর ঠেকলেও তখনকার দিনে দস্তুর ছিল এটাই। একমাত্র 'প্যানহার্ড লেভাসর' ছাড়া আর সব গাড়িতেই এঞ্জিন থাকত পেছন দিকে, স্টিয়ারিং থাকত সামনে।

ইন্ডিয়ান অয়িল

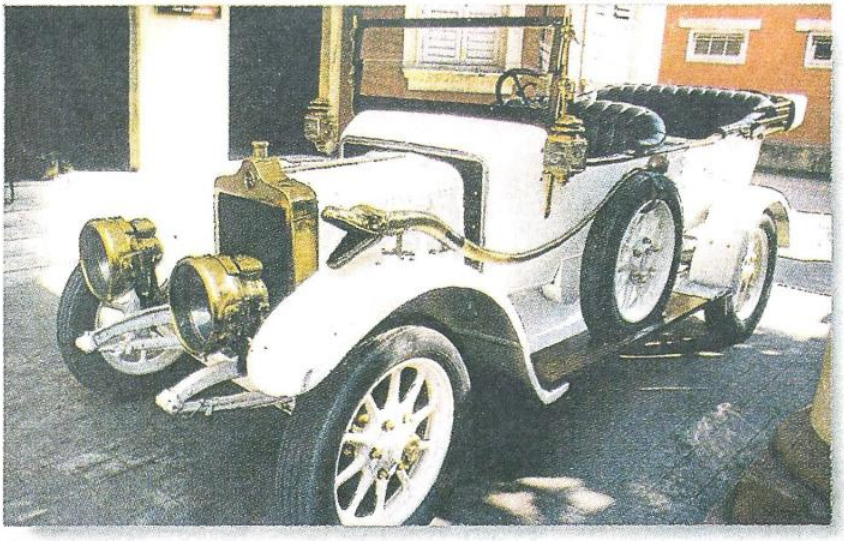

এই শতকের গোড়ার দিকে অবশ্য এসে যায় সামনে এঞ্জিন, মাঝখানে গিয়ার-বক্স ও পেছনে স্টিয়ারিংঅলা আধুনিক মডেলের মোটরগাড়ি। এ-ব্যাপারে অবশ্য পথ দেখায় প্যানহার্ডই।

১৮৮৫ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত ১৫ বছরকে যদি ধরা হয় ইন্টারনাল কম্‌বাশ্চন প্রযুক্তির প্রাথমিক পর্যায়, ১৯০০ সাল থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত এই ১৫ বছরকে বলা উচিত এই প্রযুক্তির ক্রমোন্নয়নের সময়। এই সময়ের মধ্যেই এসে যায় ফোর্ড-এর মডেল-টি থেকে শুরু করে রোল্‌স-রয়েস পর্যন্ত সেকালের নাম-করা সব গাড়ি। ১৯১২ সালে 'ক্যাডিলাক' কোম্পানির গাড়িতে প্রথম ব্যবহার করা হয় ব্যাটারিচালিত 'স্টার্ট'। নেওয়ার কৌশল। ক্রমে চালু হয় 'নিউম্যাটিক টায়ার'। এঞ্জিন ও অন্যান্য যন্ত্রাংশও ক্রমে হয়ে ওঠে আরও নিখুঁত। কিন্তু এ-কথা না মেনে উপায় নেই, সাবেককালের ভিন্টেজ গাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে আছে গত শতকের অনেক স্মৃতি। প্রযুক্তির বিচারে নয়, ঐতিহাসিক মূল্যের বিচারেই সেসব গাড়ির গুরুত্ব। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে সেসব গাড়ির ব্যবহার ফুরিয়ে গেলেও গাড়ি সংগ্রহ করা যাঁদের নেশা, তাঁদের চোখে সেসব গাড়ির মূল্য বেড়েছে বই কমেনি। এরকম অনেকেই আছেন, যাঁরা ১৯২০ সালের পুরনো গাড়ির খোঁজ পেলে সঙ্গে-সঙ্গে কিনে ফেলতে পারেন বিপুল অঙ্কের টাকায়। ভিন্টেজ গাড়ি তাঁদের চোখে কেবল গাড়িই নয়, ফেলে আসা দিনের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস।

SERVO®
WORLD CLASS LUBRICANT.

গর্ডন বেনেট মার্সিডিজ

১৯০৩

১৯০৩ সালের ৬০ অশ্বশক্তির এই গাড়িটি 'গর্ডন বেনেট কাপ' র‍্যালিতে অংশ নিয়েছিল। চালকের আসনে ছিলেন বেলজিয়ামের ক্যামিল জেনাত্‌জি। গড়ে ঘণ্টায় ৪৯·২ মাইল গতিতে ৩২৭ মাইল পথ অতিক্রম করেছিল গাড়িটি।

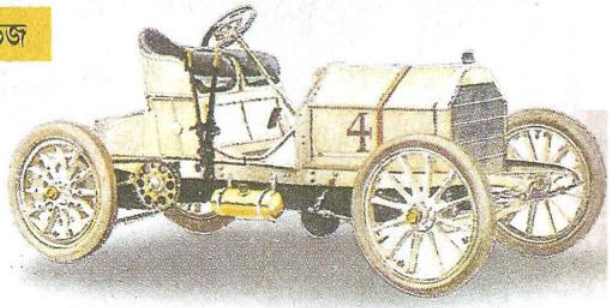

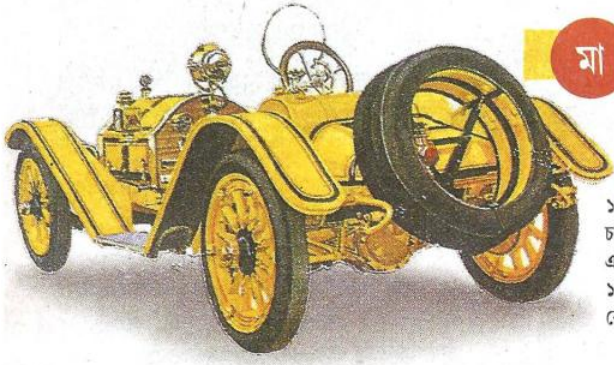

মার্সার রেসঅ্যাবাউট

১৯১৩

আমেরিকার 'মার্সার' কোম্পানির এই গাড়িটি ছিল 'টাইপ-৩৫' সিরিজের। ১৯১৩ সালের এই মডেলটিতে ছিল একটি চার 'সিলিন্ডার'-এর 'ভ্যুয়াল ইগ্‌নিশন' এঞ্জিন। এর 'শ্যাশি' ছিল খুবই হালকা। ১৯১৪ সালের আমেরিকান গ্রাঁ প্রি জেতে রেসঅ্যাবাউট।

স্ট্যান্‌লি

১৯০৮

আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্‌স-এর 'স্ট্যান্‌লি' কোম্পানির ১৯০৮ সালের এই মডেলটিকে ডাকা হত 'দ্য জেন্টলম্যান'স স্পিডি রোডস্টার' নামে। ২০ অশ্বশক্তির এই গাড়িটির গতি ছিল ঘণ্টায় ৬৮ মাইল।

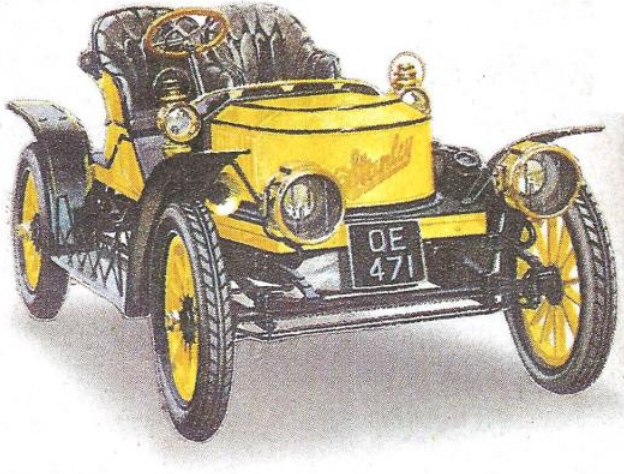

ইন্ডিয়ন অয়েল

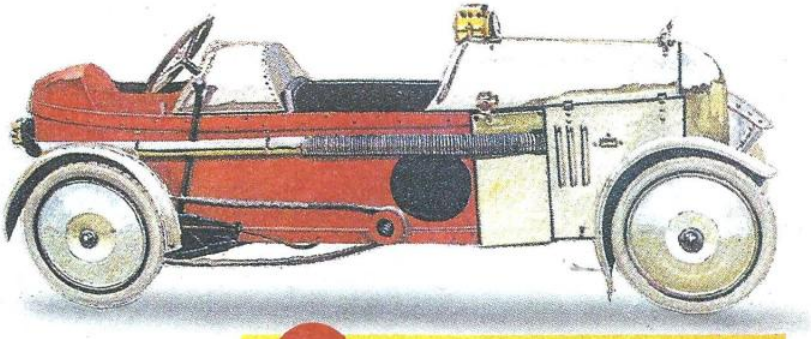

বে ডেলিয়া সাইকেলকার

১৯১৩

ছোট ও কম দামের স্পোর্টস কারগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বেডেলিয়া সাইকেলকার তৈরি করেছিল ফ্রান্সের 'বোর্বো' ও 'ডিভো' কোম্পানি। ১৯১৩ সালের এই গাড়িটির গতি ছিল ঘণ্টায় গড়ে ৪৫ মাইল।

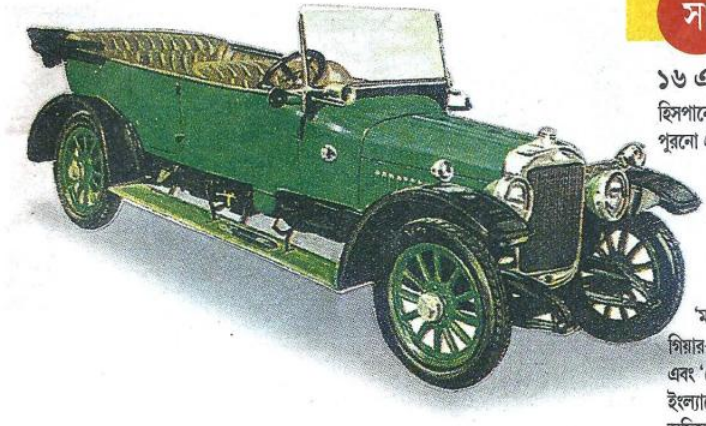

সা নবিম

১৬ এইচ পি, ১৯১৯

হিসপানো-সুইজা ও সিত্রোঁ-র তুলনায় পুরনো প্রযুক্তির গাড়ি ছিল সানবিম ১৬ এইচ পি। গাড়ির বনেট ছিল স্ট্রিমলাইন্ড। এর তিন লিটারের ফোর-স্ট্রোক এঞ্জিনটি ছিল ছোট অথচ শক্তিশালী, ঘণ্টায় গতি ছিল ৯০ মাইল। 'ম্যাগনেটো ইগ্‌নিশন', 'ফোর-স্পিড গিয়ার-বক্স', 'সেন্ট্রাল অ্যাক্সিলারেটর' এবং 'লেদার কোন ক্লাচ' যুক্ত এই গাড়ি ইংল্যান্ডে ব্যবহার করা হত সামরিক অফিসারদের যাতায়াতের কাজে।

SERVO® ADDS LIFE.

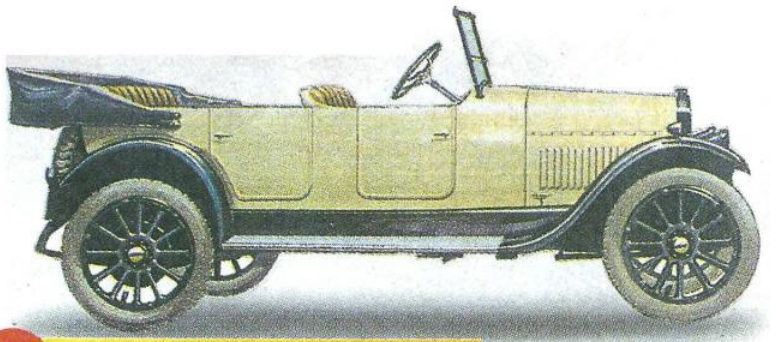

স্টু ডিবেকার লাইট সিক্স

১৯২১

এই শতকের দ্বিতীয় দশকের গোড়ায় সিক্স-স্ট্রোক এঞ্জিনের গাড়ি আমেরিকায় খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯২১ সালের বিক্রির হিসেব অনুযায়ী চতুর্থ স্থানে ছিল ৬ ভোল্ট 'কয়েল ইগ্‌নিশন' ব্যবস্থা সংবলিত এই গাড়ি। এর গতি ছিল ঘণ্টায় গড়ে ৫০ মাইল।

টে ম্পেরিনো

১৯২১

ইতালির এই সাইকেলকারের 'রেডিয়েটর' ছিল ১৯১৯ সালের 'ফিয়াট' গাড়ির রেডিয়েটর-এর মতো, লম্বাটে গড়নের। মোটর সাইকেলের মতো 'কিক-স্টার্টার' ব্যবহার করা হয়েছিল এই গাড়িতে।

ইন্ডিয়ন অয়েল

অ ডি-

১৪/৫০ পিএস, ১৯২২

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে জার্মানির দামি গাড়িগুলির মধ্যে একটি ছিল অডি। এর ছিল সাড়ে-তিন লিটারের ফোর-স্ট্রোক এঞ্জিন।

ব্রে স্‌চিয়া বুগাত্তি

টাইপ-১৩, ১৯২২

১৯১১ সালের গ্রাঁ প্রি প্রতিযোগিতায় বুগাত্তির যে মডেলটি চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল, সেটিকেই আরও উন্নত করে তৈরি হয় ব্রেস্‌চিয়া বুগাত্তি টাইপ-১৩। ১৯২১ সালের ইতালি গ্রাঁ প্রি প্রতিযোগিতায় ঘণ্টায় ৮৫ মাইল গতিতে ছুটে প্রথম হয় ব্রেস্‌চিয়া বুগাত্তি।

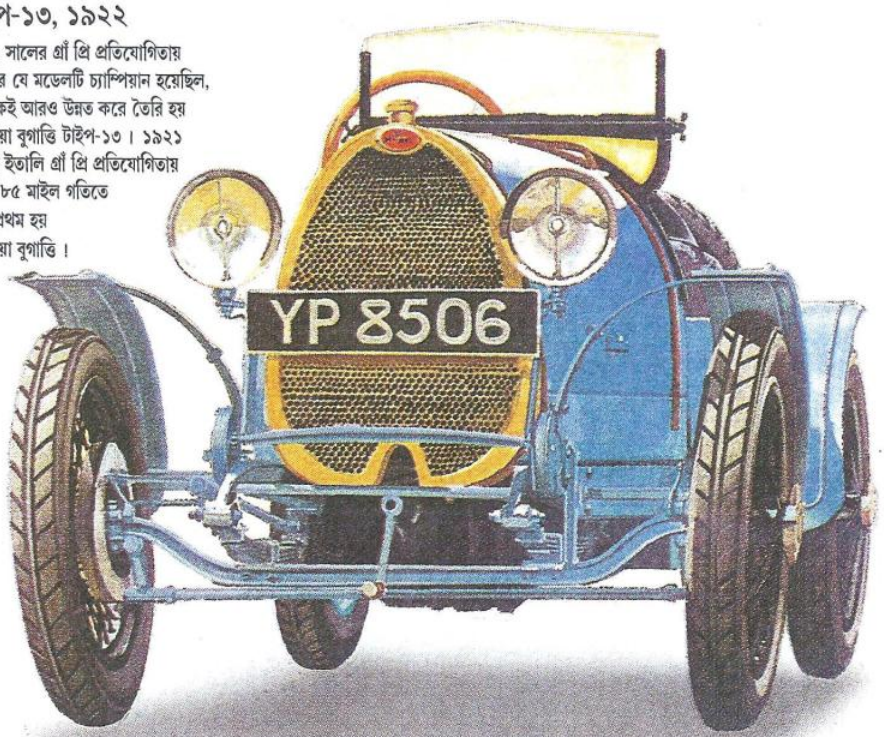

SERVO®
INDIA'S LARGEST SELLING LUBRICANTS.

অ স্ট্রো-ডেইমলার

এ ডি এম, ১৯২৩

অস্ট্রিয়ার এই গাড়িটিতে ব্যবহার করা হত মাঝারি শক্তির এঞ্জিন। ব্রেক ছিল চার চাকায়। ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৬৫ মাইল ছুটতে পারত এই গাড়িটি।

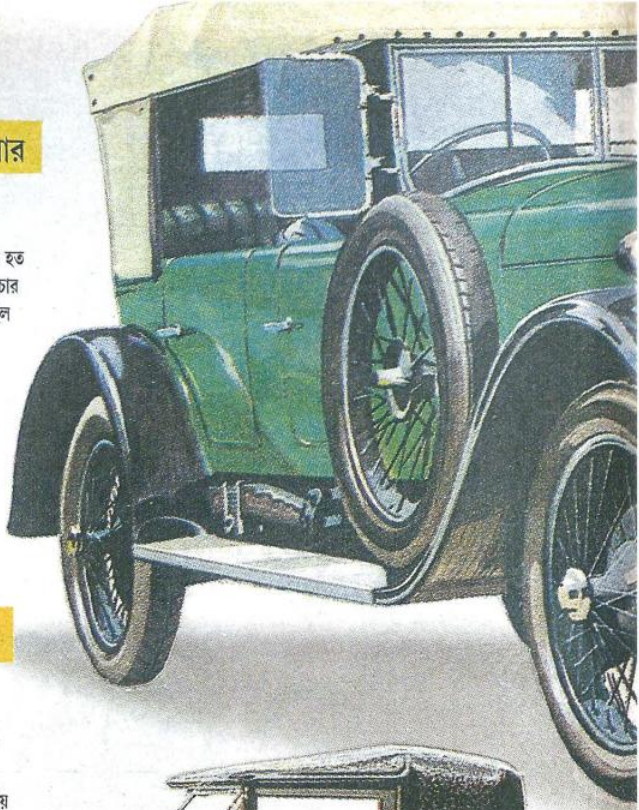

অ স্টিন সেভেন

১৯২৩

ইংল্যান্ডের আর-একটি নামকরা ভিন্টেজ গাড়ি হল অস্টিন সেভেন। অত্যন্ত জনপ্রিয় এই গাড়ির বিক্রি ছিল বছরে প্রায় ২০,০০০। 'থার্মো-সাইফন কুলিং', 'ম্যাগনেটো ইগনিশন' এবং 'সপ্ল্যাশ লুব্রিকেশন' ব্যবস্থা সংবলিত এর এঞ্জিনটি ছিল চার সিলিন্ডারের।

ভক্স্‌হল

এম-টাইপ, ১৯২৩

ইংল্যান্ডের এই গাড়িটির ছিল ফোর-স্ট্রোক এঞ্জিন। ম্যাগনেটো ইগ্‌নিশন ও থ্রি-স্পিড গিয়ারবক্স সংবলিত এই গাড়ির গতি ছিল ঘণ্টায় ৫৫ মাইল।

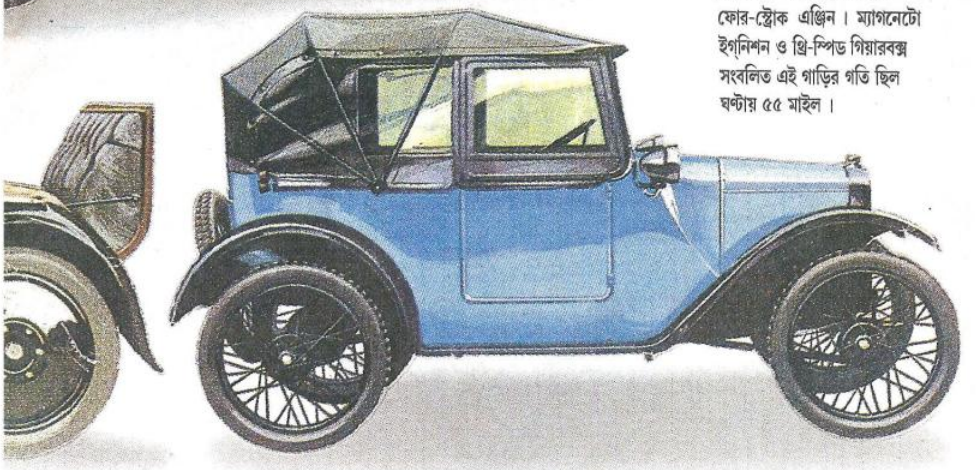

SERVO®

INDIA'S LARGEST SELLING ENGINE OILS.

ক্রা ইসলার ৭০

১৯২৪

আমেরিকায় 'জেনারেল মোটর্স' আর 'ফোর্ড'-এর পরই ছিল ক্রাইস্লারের জনপ্রিয়তা। দামেও এটি ছিল শস্তা, চালানোর খরচও ছিল কম। ফলে মধ্যবিত্তের কাছে ক্রাইস্লার ৭০ মডেলের চাহিদাও ছিল বেশি। ১৯২৪ সালে এই মডেলের গাড়ি বিক্রি হয়েছিল ৭৬,৬০০টি।

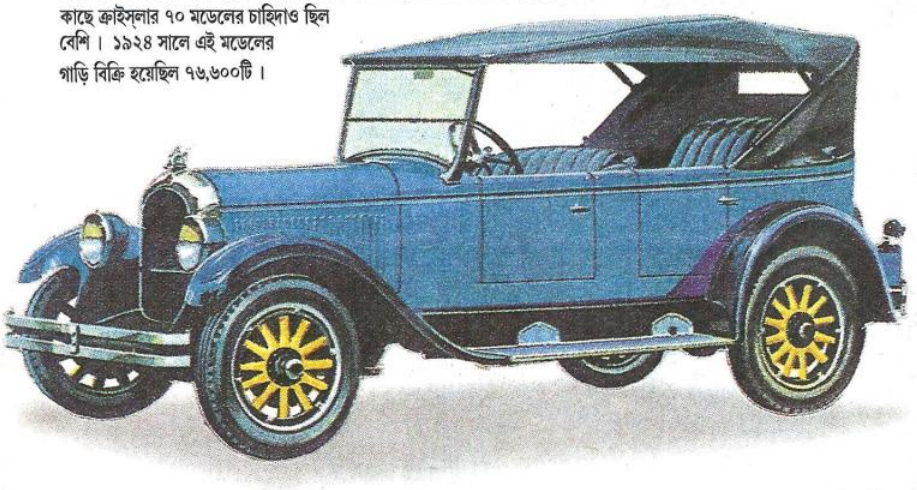

ম রিস কাউলে

১৯২৫

এই শতকের দ্বিতীয় দশকে ইংল্যান্ডের সবচেয়ে জনপ্রিয় এই গাড়ি কেবল ১৯২৫ সালেই বিক্রি হয়েছিল ৫৪,০০০টি। গাড়ির 'হেডলাইট' ও 'স্টার্টার' ছিল ব্যাটারিচালিত। চার চাকায় ব্রেক অবশ্য সংযোজিত হয় ১৯২৬ সালের মডেলে। 'বাম্পার', 'ওয়াইপার' ও গাড়ির পেছনের 'ডিকি'ও আসে পরে।

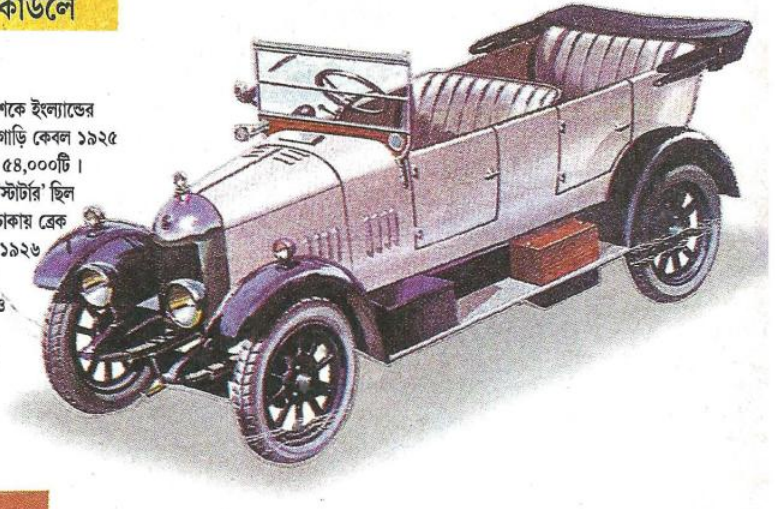

ইন্ডিয়ন অয়েল

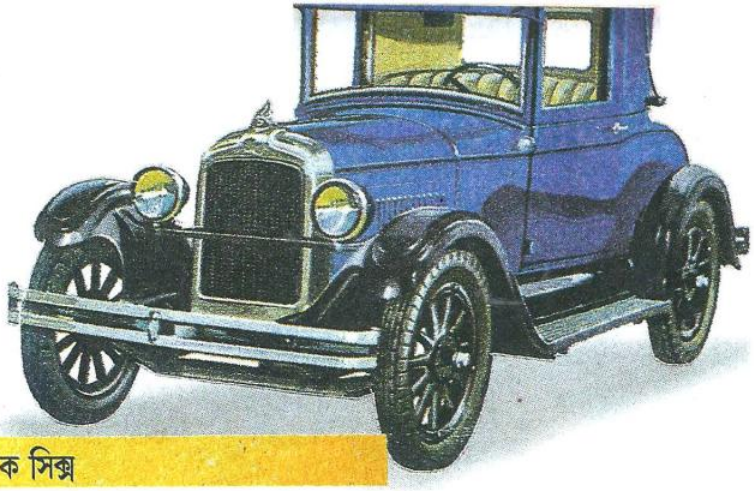

পন্টিয়াক সিক্স

১৯২৬

আমেরিকার 'জেনারেল মোটরস্' কোম্পানির সবচেয়ে জনপ্রিয় গাড়িগুলির মধ্যে একটি ছিল পন্টিয়াক সিক্স। শেভ্রলে আর ওকল্যান্ডের প্রযুক্তি ব্যবহার করেই তৈরি হয়েছিল এই গাড়ি। এর এঞ্জিনটি ছিল তিন লিটারের।

ভক্সহল

৩০/৯৮ ও ই, ১৯২৬

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ইংল্যান্ডের সেরা মোটর কোম্পানিগুলির একটি ছিল 'ভক্সহল মোটর কোম্পানি'। ১৯১২-'১৩ সালে ভক্সহল-এর তিন লিটার ও চার লিটারের এঞ্জিন খুবই জনপ্রিয় ছিল। ২৫ অশ্বশক্তির চার লিটারের এঞ্জিন ব্যবহার করে ভক্সহলের যে স্পোর্টস কারটি তৈরি হয়, সেটি ছিল দ্বিতীয় দশকের শুরুতে ইংল্যান্ডের সেরা গাড়ি।

SERVO®
WORLD CLASS LUBRICANT.

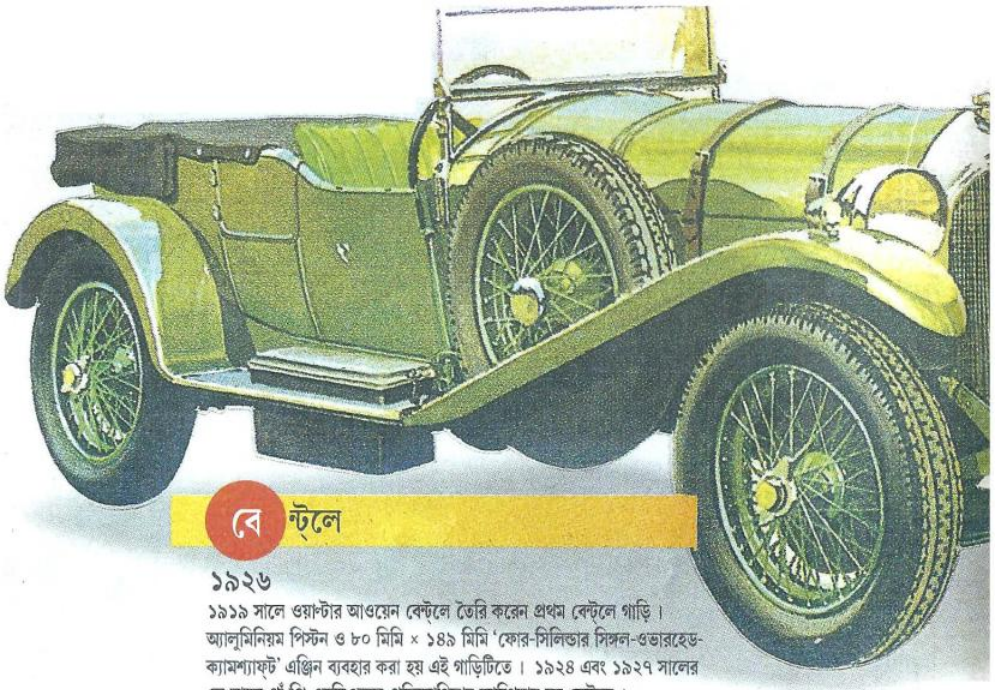

বেন্টলে

১৯২৬

১৯১৯ সালে ওয়াল্টার আওয়েন বেন্টলে তৈরি করেন প্রথম বেন্টলে গাড়ি। অ্যালুমিনিয়ম পিস্টন ও ৮০ মিমি × ১৪৯ মিমি 'ফোর-সিলিন্ডার সিঙ্গল-ওভারহেড-ক্যামশ্যাফ্‌ট' এঞ্জিন ব্যবহার করা হয় এই গাড়িটিতে। ১৯২৪ এবং ১৯২৭ সালের লে মান্‌স গ্রাঁ প্রি এনডিওরেন্স প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হয় বেন্টলে।

ফিয়াট ৫০৯-এ

১৯২৭

ইতালির একসময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় গাড়ি ফিয়াট আন্তর্জাতিক বাজারে আসে ১৯২৪ সালে। ৫০৯-এ মডেলটির চাহিদা এত বেড়ে যায় যে ১৯২৯ সালের মধ্যে বিক্রি হয় ২৪০০০টি গাড়ি।

ইন্ডিয়ন অয়েল

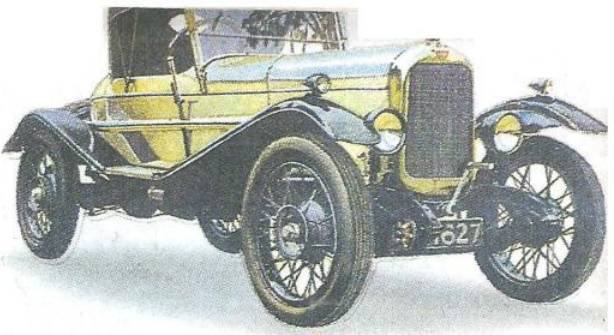

অ্যা লভিস

১২/৫০, ১৯২৭

১৯২৩ সালে 'অ্যালভিস মোটর কোম্পানি'-র প্রযুক্তিবিদ জি. টি. স্মিথ-ক্লার্ক অ্যালভিস-এর পুরনো এঞ্জিনটির খোল-নলচে পালটে ফেলে তৈরি করেন নতুন 'পুশ-রড ওভারহেড ভাল্‌ভ' ১২/৫০ এঞ্জিন।

ভ লভো

ও ভি ৪/পি ভি ৪, ১৯২৭

সুইডেনের ভলভো-ও ভি ৪/ পি ভি ৪ গাড়িটি তৈরি হয়েছিল শীতপ্রধান দেশের আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে। বরফের রাস্তায় চলার জন্য এর ব্রেক ছিল কেবল পেছনের চাকায়।

SERVO® ADDS LIFE.

মা সিডিজ-বেন্জ

৩৮/২৫০ 'এস এস', ১৯২৮

জার্মানির বিখ্যাত দুই মোটর কোম্পানি 'মার্সিডিজ' ও 'বেন্জ' মিলে মার্সিডিজ-বেন্জ কোম্পানি তৈরি হয় ১৯২৬ সালে। ১৯২৮ সালে মার্সিডিজ বেন্জ বাজারে আনে এস এস মডেলের স্পোর্টস কার। ১০০ মিমি × ১৫০ মিমি ৭০৬৯ সিসি 'টুইন-কারবুরেটর' এঞ্জিনটি ঘণ্টায় ছুটতে পারত ১১০ থেকে ১৩০ মাইল।

শে ভ্রলে ইন্টারন্যাশনাল সিক্স

১৯২৯

শেভ্রলে একসময় ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বিক্রিত গাড়ি। ফোর্ড এবং ক্রাইস্লার গাড়ির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে তৈরি এই গাড়ির জনপ্রিয়তা ছিল বিস্ময়কর।

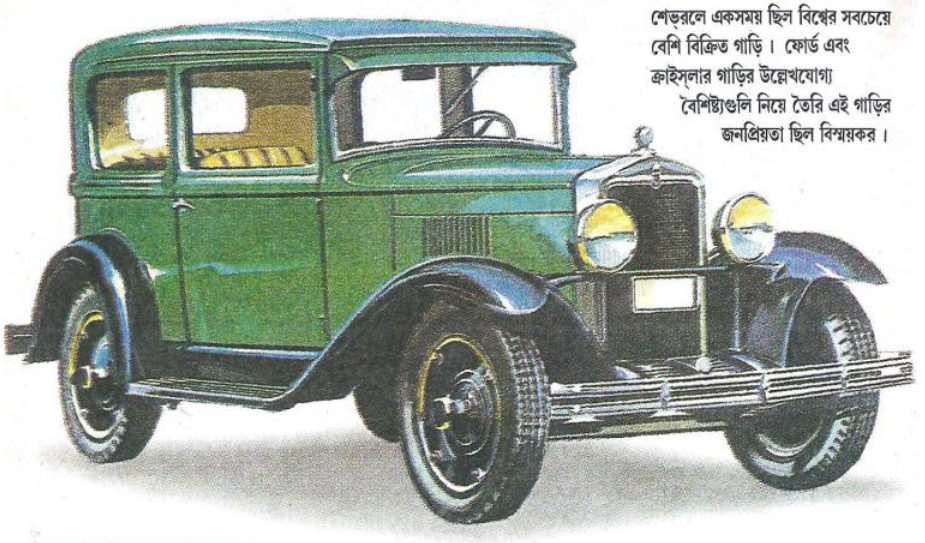

ইন্ডিয়ন অয়েল

টি উলিপউড হিসপানো- সুইজা

১৯২৯

হিসপানো-সুইজা প্রথম তৈরি হয় ১৯০৪ সালে, বার্সেলোনায়। ১৯১৯ সালে কারখানাটি উঠে আসে ফ্রান্সে। ১৯২৯ সালের 'এইচ ৬ বি' মডেলটিতে ব্যবহার করা হয়েছিল ছয় সিলিন্ডারের ৬·৬ লিটার সিঙ্গল-ওভারহেড-ক্যামশ্যাফট এঞ্জিন। অত্যন্ত দামি এই গাড়ির সঙ্গে তুলনা করা হত রোল্‌স-রয়েসের।

ও পেল

৪/২০ পিএস, ১৯২৯

জার্মানির এই ভিন্টেজ গাড়িটি ছিল একটি আদর্শ 'ফ্যামিলি কার'। এক লিটারের চার সিলিন্ডারযুক্ত এঞ্জিন, চার চাকায় ব্রেক ও পেছনের চাকায় 'কোয়ার্টার ইলিপ্‌টিক স্প্রিং'-সমেত ছোটখাটো এই গাড়ির গতি ছিল ঘণ্টায় ৫০ মাইল।

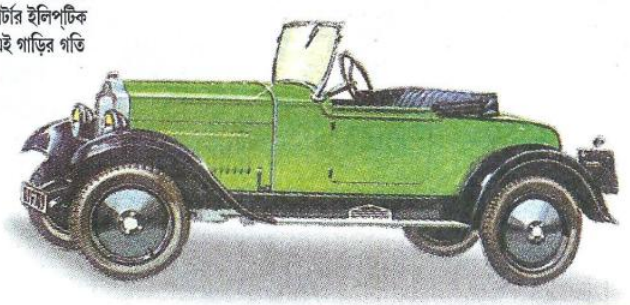

SERVO®
INDIA'S LARGEST SELLING LUBRICANTS.

আ লফা রোমিও

টাইপো ৮ সি-২৩০০, ১৯৩৩

স্পোর্টস কারের জগতে আলফা রোমিও গাড়ি সর্বকালের সেরা গাড়িগুলির একটি। ইতালির মিলান-এর 'অ্যানোনিমা লোম্বার্ডা ফাব্রিকা অটোমোবিলি' ৮ সি-২৩০০ মডেলের গাড়িটি জিতেছিল ১৯৩৩ সালের লে মান্স গ্রাঁ প্রি। ব্যয়বহুল এই মডেলের বেশ কয়েকটি গাড়ি এখনও আছে।

রো ল্স-রয়েস

ফ্যানটম-টু, ১৯৩০

পৃথিবীর সবচেয়ে অভিজাত গাড়িগুলির একটি ইংল্যান্ডের রোল্স-রয়েস। ১৯৩০ সালের ফ্যানটম-টু মডেলের এঞ্জিনটি ছিল ছয় সিলিন্ডারের, গতি ছিল ঘণ্টায় ৮০ মাইল। লম্বা 'স্ট্রিমলাইন্ড' বনেট ও বডিটি দেখতে ছিল রাজকীয়।

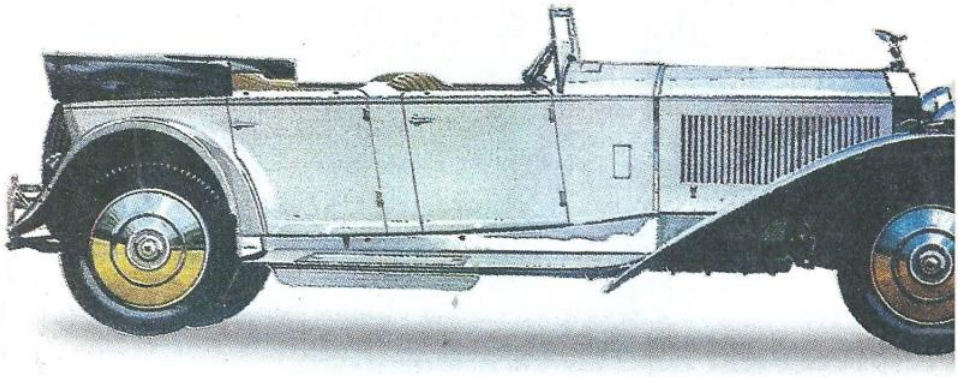

ইন্ডিয়ন অয়েল

অ স্টিন-হিলি ১০০

১৯৫২

আড়াই লিটারের চার সিলিন্ডার এঞ্জিন সংবলিত ইংল্যান্ডের এই স্পোর্টস কারের গতি ছিল ঘণ্টায় গড়ে ৯০ থেকে ১০৫ মাইল। ১৯৫৩ সালের একটি র‍্যালিতে টানা ১২ ঘণ্টা ১২৩ মাইল গতিতে ছুটে বিস্ময়কর নজির গড়েছিল এই গাড়িটি।

বি এম ডব্লিউ ৩২৮

১৯৩৭

জার্মানির 'বেয়ারিশ মোটোরেন ভের্কে' কোম্পানির প্রথম স্পোর্টস কার মডেল ছিল ডিক্সি-আইল। পরে ১৯৩৭ সালে বাজারে আসে টাইপ ৩২৮। ছয় সিলিন্ডারের এঞ্জিনবিশিষ্ট এই স্পোর্টস কার জেতে ১৯৪০ সালের লে মান্স এনডিওরেন্স প্রতিযোগিতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে এ এফ এম এবং ই এম ডব্লিউ মডেল দুটিও দারুণ সাড়া জাগায়।

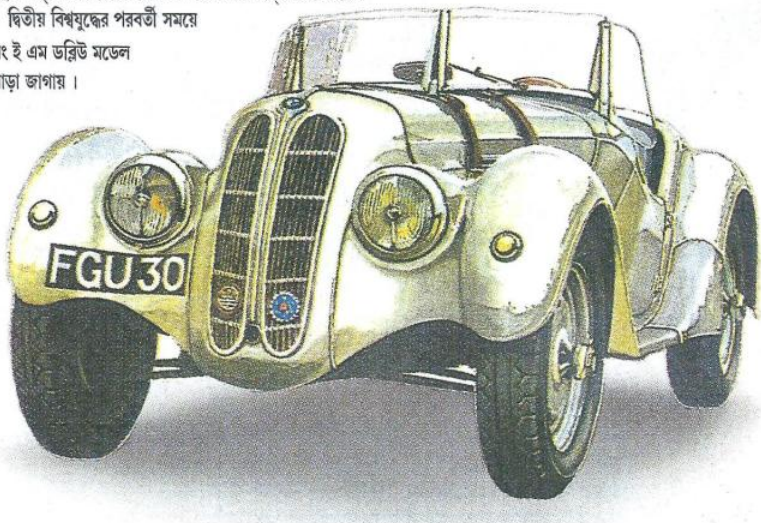

SERVO®
INDIA'S LARGEST SELLING ENGINE OILS.

শে ভ্রলে কর্ভেট

১৯৫৬

আমেরিকার জেনারেল মোটর্স কোম্পানির তৈরি শেভর্লে কর্ভেট গাড়ির গতি ছিল ঘণ্টায় ১০৮ মাইল। সাড়ে তিন লিটারের ছয় সিলিন্ডার এঞ্জিন ও 'ফাইবার গ্লাস'-এর বডি গাড়িটিকে করে তুলেছিল র‍্যালির পক্ষে আদর্শ।

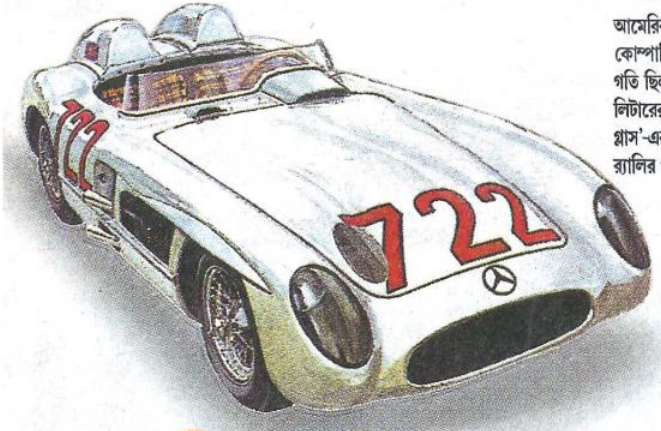

মা র্সিডিজ-বেন্জ

৩০০ এস এল আর, ১৯৫৫

তিন লিটারের 'স্ট্রেট-এইট-ফুয়েল ইঞ্জেকটেড' গ্রাঁ প্রি এঞ্জিন নিয়ে চার লিটারের ফেরারি-র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে লে মান্স প্রতিযোগিতা জিতেছিল জামানির মার্সিডিজ-বেন্জ ৩০০ এস এল আর। ১৯৫৫ সালে ইতালির মিল্লে মিগলিয়া প্রতিযোগিতায় ঘণ্টায় ১৭০ মাইল গতিতে ছুটে প্রথম হয় এটি।

জাগুয়ার ই-টাইপ

১৯৬১

জাগুয়ার ডি-টাইপ গাড়ির এঞ্জিনকে আরও উন্নত করে তৈরি হয় জাগুয়ার ই-টাইপ গাড়ি। ৩৭৮১ সিসি-র 'এক্স কে টুইন-ওভারহেড ক্যামশ্যাফট সিক্স সিলিন্ডার' এঞ্জিন ব্যবহার করা হয় এই স্পোর্টস কারে। এর গতি ছিল ঘণ্টায় গড়ে ১৫১ মাইল।

ল্যাম্বরগিনি মিউরা

১৯৭২

ইতালির ল্যাম্বরগিনি মিউরা ও ল্যাম্বরগিনি এস্পাডা গাড়ি দুটি বাজারে আসে ১৯৭২ সালে। ভি-১২ এঞ্জিন সংবলিত মিউরার গতি ছিল ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১৮০ মাইল।

SERVO®
WORLD CLASS LUBRICANT.

টি ভি আর ভিক্সেন

১৯৭৩

ইংল্যান্ডের টি ভি আর কোম্পানি 'ফোর্ড ভি ৮' মডেলের এঞ্জিন ব্যবহার করে তৈরি করেছিল এই গাড়ি । স্পোর্টস কার হিসেবে সাতের দশকে খুব নাম করেছিল গাড়িটি ।

আলপাইন রেনো

এ-১১০, ১৯৭৩

দেখতে ছোট কিন্তু দুরন্ত গতিসম্পন্ন ফরাসি স্পোর্টস কার রেনো এ-১১০ তৈরি হয় ১৮০০ সিসি এঞ্জিন দিয়ে । ফাইবার গ্লাসের হাল্কা বডি, 'সেন্ট্রাল ব্যাকবোন শ্যাশি' এবং সর্বাধুনিক 'ব্যালান্সিং ডিভাইস' আন্তর্জাতিক র‍্যালিতে আলপাইন রেনোকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছে । পাহাড়ি পথে দ্রুত মোড় নেওয়ার ব্যাপারে রেনোর সমকক্ষ প্রায় কোনও গাড়িই নেই ।

ইন্ডিয়ান অয়িল

ফোর্ড সিয়েরা

এক্স আর ফোর আই, ১৯৮২

১৫০ বি এইচ পি শক্তির ২৭৯২ সিসি 'ফ্রন্ট-মাউন্টেড পুশরড ভি-সিক্স' এঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে ইংল্যান্ডের এই গাড়িটিতে। এতে আছে 'ফাইভ স্পিড ম্যানুয়াল গিয়ারবক্স'। পুরোপুরি 'অ্যারো-ডাইনামিক' মডেলের এই গাড়িটির সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ১৩০ মাইল। এর 'অ্যাক্সিলারেশন'ও চমৎকার, দাঁড়ানো অবস্থা থেকে ঘণ্টায় ৬০ মাইল গতি তোলা যায় মাত্র আট সেকেন্ডের মধ্যে।

নিশান থ্রি হানড্রেড

জেড এক্স টার্বো, ১৯৮৪

আধুনিক মোটরগাড়ি নির্মাণ প্রযুক্তিতে বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটিয়েছে জাপান। নিশান কোম্পানির এই গাড়িটি সেই অগ্রগতিরই নিদর্শন। ২৯৬০ সিসি-র ভি-সিক্স টার্বো এঞ্জিনটির শক্তি ২২৮ বি এইচ পি। 'স্টিল মোনোকক শ্যাশি' ও 'ফোর হুইল ডিস্ক ব্রেক' সমন্বিত এই গাড়িটির সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ১৪১ মাইল, ঘণ্টায় ৬০ মাইল গতিতে পৌঁছতে সময় নেয় ৭.২ সেকেন্ড। গাড়িটির 'রোডহোল্ডিং'ও বেশ ভাল, তবে ভেজা রাস্তায় এর 'পারফরম্যান্স' তত ভাল নয়।

SERVO® ADDS LIFE.

প পর্শে নাইনফিফটিনাইন

১৯৮৫

জার্মানির সেরা মোটরগাড়ি কোম্পানিগুলির একটি হল পর্শে। এই কোম্পানির সবক'টি মডেলেরই গতি ঘণ্টায় ১২৫ মাইলের বেশি। পর্শে-র এই মডেলটিতে ব্যবহার করা হয়েছে ২৮৫০ সিসি-র টার্বো এঞ্জিন, বডি তৈরি হয়েছে ঘাতপ্রতিরোধক 'কেভলার' দিয়ে। পুরোপুরি অ্যারো-ডাইনামিক মডেলের এই গাড়ির এঞ্জিনের শক্তি ৪০০ বিএইচপি। সিক্স-স্পিড গিয়ারবক্স সমন্বিত এই গাড়ির সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ১৯০ মাইল, দাঁড়ানো অবস্থা থেকে ঘণ্টায় ১০০ মাইল গতি তুলতে সময় লাগে ৮ সেকেন্ডেরও কম।

মা জদা ওয়ানটুয়েন্টিওয়ান

১৯৯০

জাপানের এই গাড়িটির সঙ্গে ভক্সহল কোর্সা গাড়ির চেহারার অনেক মিল আছে। চার সিলিন্ডারের ১৩২৪ সিসি এঞ্জিনটির শক্তি ৭৪ বিএইচপি। ছোটখাটো হালকা এই গাড়িটির জ্বালানি খরচ কম, এক গ্যালন জ্বালানিতে ৪৩ মাইল পথ পাড়ি দিতে পারে। এর সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ৯৭ মাইল।

ইন্ডিয়ন অয়েল

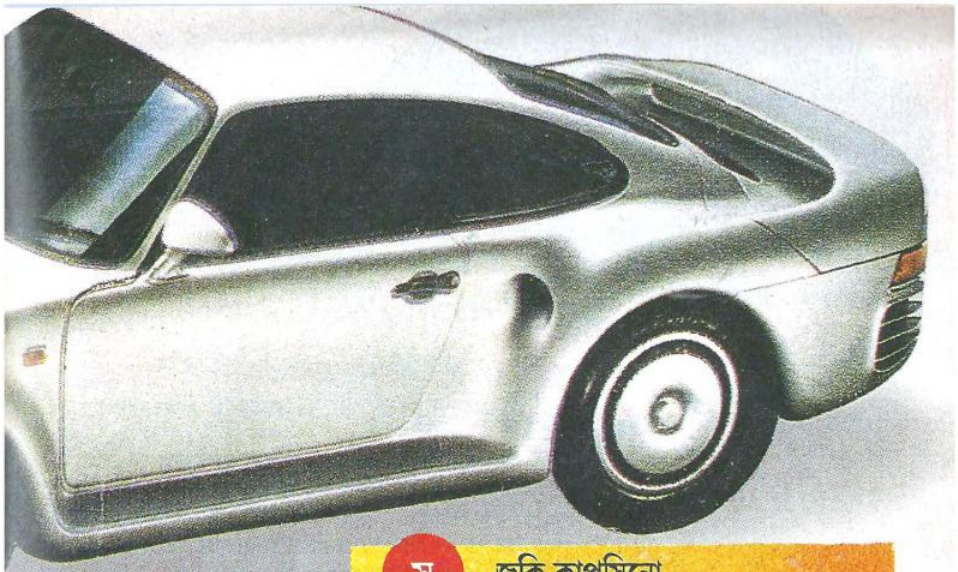

সু জুকি কাপুসিনো

১৯৯৩

জাপানের সুজুকি কাপুসিনো যখন ইংল্যান্ডের বাজারে পৌঁছয়, গাড়ি বিশেষজ্ঞরা একবাক্যে বলেছিলেন, অস্টিন-হিলি ঘরানা বুঝি আবার ফিরে এল। ৬৫৭ সিসি-র তিন সিলিন্ডার এঞ্জিনের শক্তি ৬৩ বিএইচপি। ছোট অথচ শক্তপোক্ত বডি-র গাড়িটি ঘণ্টায় ৯৩ মাইল পর্যন্ত গতিতে ছুটতে পারে। স্টিয়ারিং অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ হওয়ায় চালিয়েও আরাম।

SERVO®
INDIA'S LARGEST SELLING LUBRICANTS.

অ ডি এ এইট

১৯৯৪

অডি এ এইট-এর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এর হালকা অ্যালুমিনিয়ম 'বডি-ফ্রেম'। ১৫০০ কেজি ওজনের এই গাড়িটিতে আছে ২৭৭১ সিসি-র ছ' সিলিন্ডারের এঞ্জিন, যার শক্তি ১৭৪ বিএইচপি। গাড়িটির সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ১৪০ মাইল, দাঁড়ানো অবস্থা থেকে মাত্র ৯.২ সেকেন্ডে তোলা যায় ঘণ্টায় ৬২ মাইল গতি। এক গ্যালন জ্বালানিতে ২৭.২ মাইল পথ অতিক্রম করতে পারে গাড়িটি।

মা রুতি জেন

১৯৯৪

মারুতি কোম্পানির সবক'টি গাড়িই তৈরি হয়েছে জাপানের সুজুকি কোম্পানির কারিগরি সহায়তায়। সুজুকি সুইফ্ট গাড়ির এঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে মারুতি জেন-এ। ৯৯৩ সিসি-র চার সিলিন্ডারের এই এঞ্জিনটির শক্তি ৫০ বিএইচপি। ওজনে খুবই হালকা, মাত্র ৭৩০ কেজির ছোটখাটো অথচ শক্তপোক্ত এই গাড়ির জ্বালানি খরচও কম, এক গ্যালন জ্বালানিতে অতিক্রম করতে পারে ৪৩ মাইল। সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ৯৪ মাইল।

ইন্ডিয়ন অয়িল

পিউজো থ্রিওসিক্স

১৯৯৪

ফ্রান্স-এর পিউজো থ্রিওসিক্স বাজারে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। 'ক্যাব্রিও' ছাড়াও 'হ্যাচ' আর 'সেলুন' মডেলও পাওয়া যাচ্ছে থ্রিওসিক্স-এর। এর ১৯০৫ সিসি-র চার সিলিন্ডারের টার্বোডিজেল এঞ্জিনের শক্তি ৯২ বিএইচপি, গাড়িটির সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ১০৯ মাইল। থ্রিওসিক্স-এর পেট্রোলচালিত গাড়িও আছে।

ল্যান্সিয়া কাপ্পা

১৯৯৪

ইতালির ল্যান্সিয়া কোম্পানি তাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় গাড়ি থিমা-র জায়গায় বাজারে এনেছে নতুন কাপ্পা। পৃথিবীর সেরা সেলুন কারগুলির মধ্যে একটি এই ল্যান্সিয়া কাপ্পা। ১৯৯৫ সিসি-র পাঁচ সিলিন্ডারের টার্বোচার্জড এঞ্জিনটির শক্তি ২০৫ বিএইচপি, ১৩৩০ কেজি ওজনের এই গাড়িটির সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ১৪৩ মাইল, দাঁড়ানো অবস্থা থেকে ঘণ্টায় ৬২ মাইল গতি তোলা যায় মাত্র ৭.২ সেকেন্ডে।

টয়োটা সেলিকা

জিটি-ফোর ১৯৯৫

টয়োটা-র নতুন এই মডেলটির 'ক্যুপ' ডিজাইন বাজারে এসে গেলেও 'কনভার্টিবল' এখনও আসেনি। জাপানের এই অত্যাধুনিক গাড়িটিতে ব্যবহার করা হয়েছে ১৯৯৮ সিসি-র চার সিলিন্ডারের টার্বোচার্জড এঞ্জিন, যার শক্তি ২৫৫ বিএইচপি। এর সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ১৪৪ মাইল।

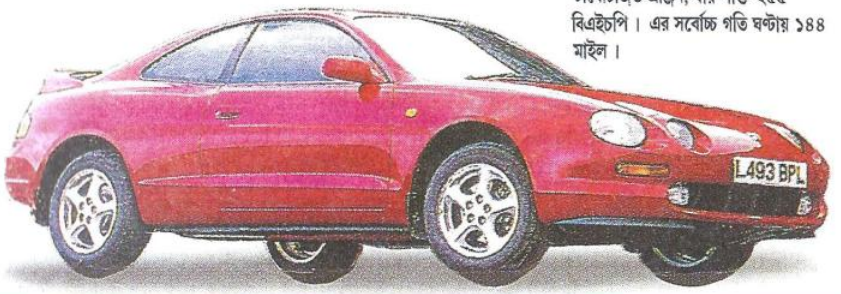

SERVO®
INDIA'S LARGEST SELLING ENGINE OILS.

ভ ক্সহল/ ওপেল অ্যাস্ট্রা

১৯৯৫

ইংল্যান্ড ও ডেনমার্ক-এর যৌথ কারিগরি দক্ষতায় তৈরি হয়েছে গাড়িটি। এতে ব্যবহার করা হয়েছে ১৫৯৮ সিসি-র চার সিলিন্ডারের ১০০ বিএইচপি শক্তিসম্পন্ন এঞ্জিন। গাড়িটির সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ১১৩ মাইল। এক গ্যালন জ্বালানিতে ৪২.৫ মাইল পথ পাড়ি দিতে পারে গাড়িটি। তিন-দরজা ও পাঁচ-দরজার হ্যাচব্যাক, সেলুন, এস্টেট ও কনভার্টিবল—সবক'টি ডিজাইনেই পাওয়া যায় ভক্সহল/ওপেল অ্যাস্ট্রা।

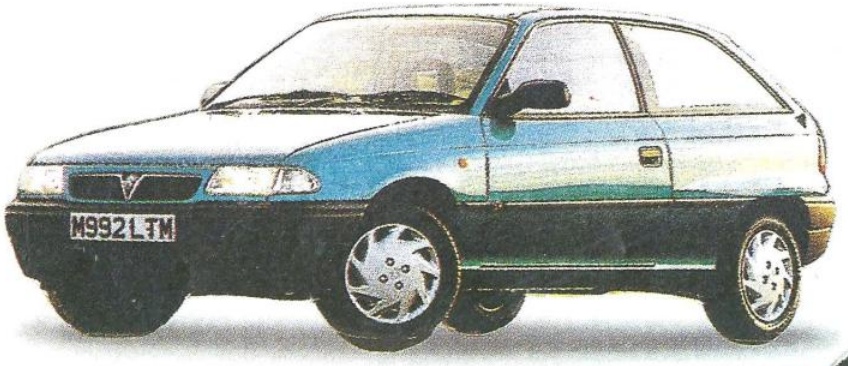

মা র্সিডিজ বেন্জ

এসএলকে

এবছরই বাজারে আসতে চলেছে মার্সিডিজ-বেন্জ-এর এই 'কনসেপ্ট কার'। স্পোর্টস কারের জগতে এই নতুন গাড়িটির মডেলের মূল কাঠামোটা অবশ্য নেওয়া হয়েছে মার্সিডিজ-বেন্জের পুরনো মডেলগুলি থেকেই। শোনা যাচ্ছে, নতুন এই মডেলটি হবে অনেক ছোটখাটো ও হালকা, আধুনিক স্পোর্টস কারের সবক'টি বৈশিষ্ট্যই এতে থাকবে।

ইন্ডিয়ন অয়িল

দা যু এস্পেরো

১৯৯৫

দক্ষিণ কোরিয়ার দায়ু এস্পেরো ও দায়ু নেক্সিয়া মডেলের গাড়িদু'টি ইউরোপের বাজারে ইতিমধ্যেই দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। চার-দরজার এস্পেরো গাড়িটিতে ব্যবহার করা হয়েছে ১৯৯৮ সিসি-র চার সিলিভারের ১০৮ বিএইচপি শক্তিসম্পন্ন এঞ্জিন। ইতালি-র বারটন কোম্পানি তৈরি করেছে এর বডি। গাড়িটির সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ১১৬ মাইল।

SERVO®
WORLD CLASS LUBRICANT.

কয়েকটি নতুন গাড়ি

আলফা রোমিও ওয়ানহানড্রেড ফর্টিসিক্স
আলফা রোমিও স্পাইডার এবং ক্যুপ
অডি এ ফোর
বি এম ডব্লিউ থ্রি-সিরিজ ট্যুরার
বি এম ডব্লিউ ফাইভ-সিরিজ
দায়ু নেক্সিয়া সেলুন
ফেরারি এফ ওয়ানহানড্রেড থার্টি
ফেরারি এসকর্ট
ফোর্ড/ফোক্সভাগেন এমপিভি
এমজিডি স্পোর্টস কার
পিউজো ফোরহানড্রেডসিক্স
রেনো হ্যাচ
রোভার ওয়ানহানড্রেড
রোভার ফোরহানড্রেড
রোভার টুহানড্রেড
ভক্সহল ক্যাভেলিয়ার

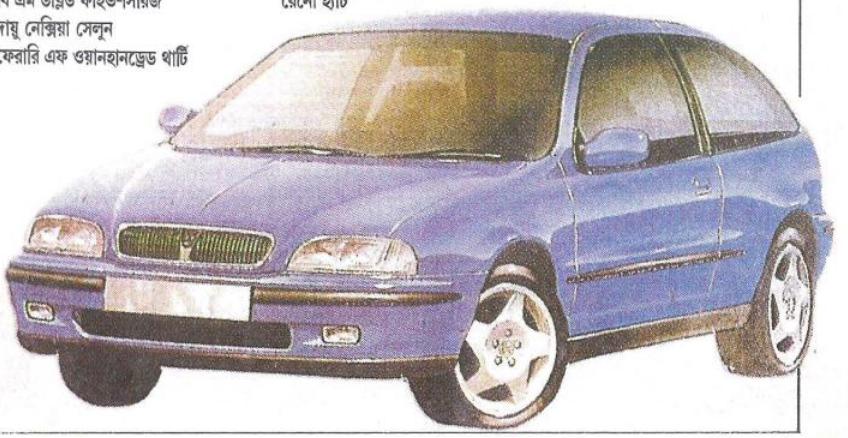

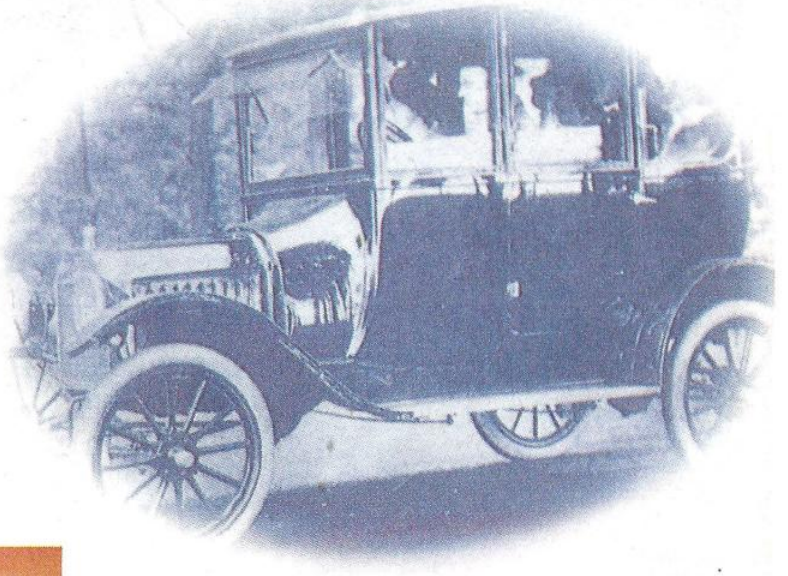

YOU HAVE THE DRIVE. NOW GET THE POWER.

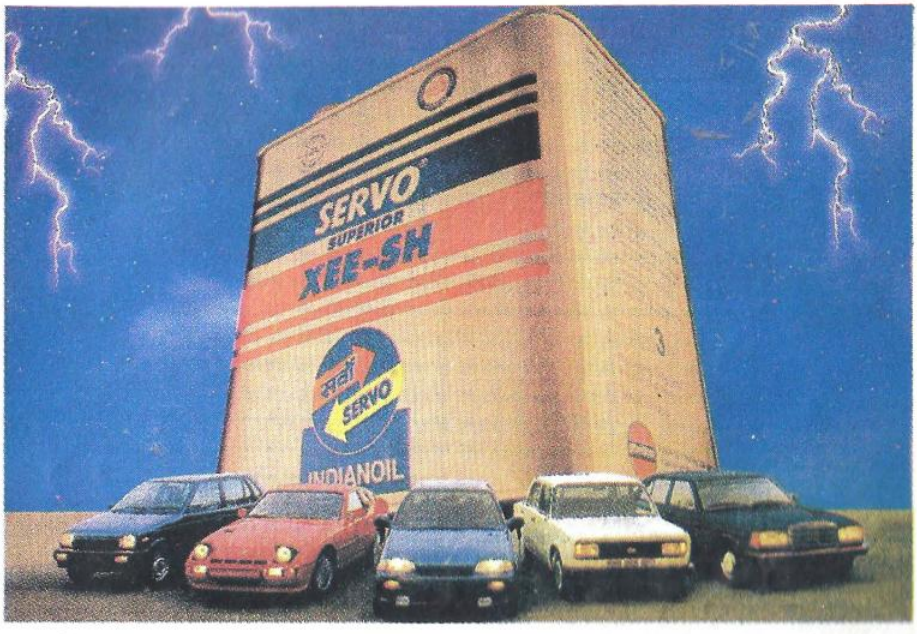

SERVO® SUPERIOR XEE-SH

EXTRA ENERGY EFFICIENT MULTIGRADE ENGINE OIL

API SERVICE SH/CD
SAE 10W-40
ENERGY CONSERVING II

AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE CERTIFIED
FOR GASOLINE ENGINES

Look for the double seal of approval

इंडियन ऑयल

INDIANOIL

High speed and power, that is what today's new generation cars are all about. These hi-tech automobiles demand a superior engine oil like Indianoil's SERVO SUPERIOR XEE-SH that can perform even under some of the most demanding conditions. And it's perfected at Indianoil's Research and Development centre. One of Asia's most advanced.

SERVO SUPERIOR XEE-SH is a high grade engine oil that meets the stringent requirements of API SH/CD, ILSAC GF-I and the EC II level energy conservation standards. Apex international bodies like the American Petroleum Institute (API) and International Lubricant Standardisation and Approval Committee (ILSAC) have attested the quality of SERVO SUPERIOR XEE-SH. It exceeds the requirements of American, European, Japanese and Indian gasoline cars. Including those equipped with catalytic converters and operating on 'unleaded' petrol.

What's more, SERVO SUPERIOR XEE-SH is the only mineral oil based engine oil in India to have the double seal of approval – the **API Donut and Starburst** symbols.

SERVO SUPERIOR XEE-SH ensures minimum 2.7% fuel conservation under ideal test conditions. It increases engine life and reduces maintenance costs. An extended oil change period of 10,000 km ensures better economy.

Now, at last, you have the power to drive your engine to the limits. Switch to SERVO SUPERIOR XEE-SH and feel the difference.

SERVO® ADDS LIVE

Available at Indianoil petrol stations in your city.

In your Smile we see ours.

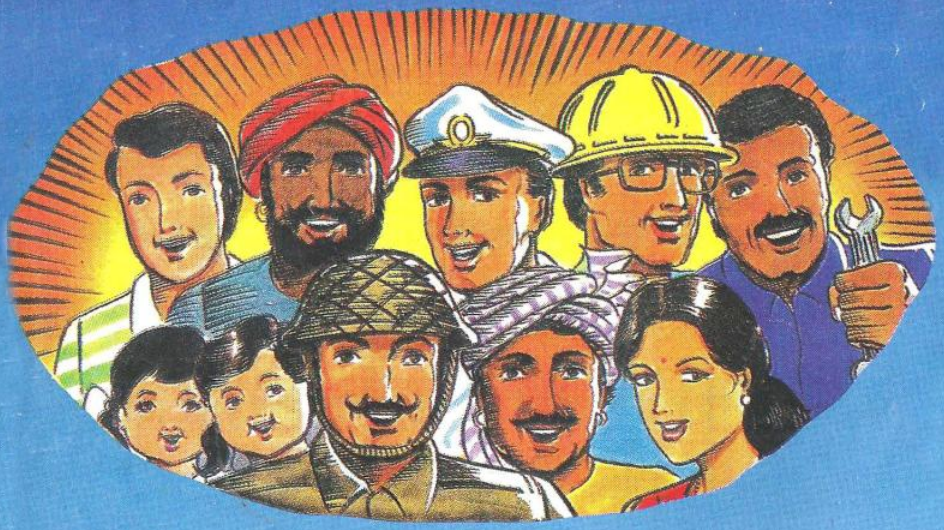

इंडियन ऑयल

Indian oil. In every part. In every heart.